বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.২০-৭৯৬ তারিখ: ০৬ জুন, ২০২০ খ্রি.

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এর সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র:- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০; তারিখঃ ০১ জুন, ২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮/০৪/২০১৯খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রম	সিদ্ধান্ত
৭	অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনে Emergency Exit রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
১৫	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উদ্ধার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এমতাবস্থায়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ও অধ্যক্ষ/সুপার-কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৫০ (পঞ্চাশ) পাতা।

০৬.০৬.২০২০

মো: সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬১২৮৫৮

০৬.০৬.২০২০

প্রাপক : ১) সভাপতি- ম্যানেজিং কমিটি/গভার্ণিং বডি/এডহক কমিটি; এবং
২) অধ্যক্ষ/সুপার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা।

নং ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.১৬.০০১.২০-৭৯৬(৭২) তারিখ: ০৬ জুন, ২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক/ প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৩. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. জেলা প্রশাসক, সকল;
৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল;
৭. প্রোগ্রামার, আইসিটিসেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
(তাঁকে পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশ ও বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৮. জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল;
৯. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল;
১০. সদস্যবৃন্দ- গভার্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা;
১১. পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
১২. অফিস কপি।

৮/৬/2020

(মো: ওমর ফারুক)
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৭৪৮৭৪

০৬.০৬.২০২০

E:\DR(A)\Aman\Madrasah Letters\দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 03 জুন.Docx

জরুরী

৪০৭
০২/৬/২০২০

২২৯
DR(A)
02.06.2020

D/A
2/6/2020

রেজি
2/6/2020

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
এসডিজি, এপিএ, এনআইএস ও ইনোভেশন সেল

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭বঙ্গাব্দ
০১ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩, তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫ নং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফ্ট কপি) আগামী ০৩/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে (tmedsdgcell@gmail.com) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৭ পৃষ্ঠা। পাতা।

০১/০৬/২০২০

(মোঃ নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০১২৯
Email: tmedsdgcell@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গাইড হাউস, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২ নং অরফানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা।
০৫। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
০৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। অফিস কপি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সচিবের দপ্তর

ডায়েরি নম্বর ২৫৪৮	তারিখ ২৫/৩/২০
অতিঃ সচিব (প্রশাসন ও অ...)	যুগ্মসচিব (...)
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (কারিগরি) ১ / ২	উপ প্রধান (পরিঃ)
অতিঃ সচিব (মাদ্রাসা) ১ / ২	উপসচিব (SDGs)
অতিঃ সচিব (অডিট ও আইন)	উপসচিব.....
যুগ্মসচিব (প্রঃ ও অর্থ)	
যুগ্মসচিব (কারিগরি)	

জরুরি

একান্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুব্যক-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

স্মারক নম্বর-৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩

তারিখঃ ০৯ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)'-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত কাউন্সিলের গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জানা আবশ্যক।

২. এমতাবস্থায়, NDMC-এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড ও সফ্‌ট কপি বিশেষ বাহক মারফত এবং ই-মেইলে (korban.ali@modmr.gov.bd) আগামী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ কার্যবিবরণী ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

২৩/৩/২০২০

(মোঃ কোরবান আলী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
৩। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির অনুরোধসহ)

'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
স্থান : চামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯
সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা **পরিশিষ্ট-'ক'** তে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে আহ্বান জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার আলোচ্যসূচি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ, সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তুতিমূলক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূচনা বক্তব্যে বলেন যে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন করেন। মুজিব কিল্লা নির্মাণসহ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ি, এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। আবার সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের নানামুখী দ্বন্দ্বের কারণে এবং প্রযুক্তিগত বিভ্রাট ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও আমাদেরকে নতুন নতুন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রযুক্তি আমাদের আরাম দেয় কিন্তু ঝুঁকি বাড়ায়। সাম্প্রতিক অগ্নি দুর্ঘটনাগুলোতে দেখা যায় যে যারা ভবন ব্যবহার করছেন তারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এফআর টাওয়ারে দেখা যায় অনুমোদিত পরিকল্পনায় চুলার সংস্থান/ অনুমোদন ছিল না, কিন্তু চুলা বসানো হয়েছে। আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আবার দেখা যায় যে জরুরি নির্গমন পথগুলো মালামাল রাখার কারণে হয় বন্ধ ছিল অথবা ভবন ব্যবহারকারীগণ এর অবস্থান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। ফলে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। একই সাথে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আগুন লাগলে কী করতে হবে তার নিজস্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। আমরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছি, দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরও ক্রয় করা হবে। স্কুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের সময় করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামালকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

১.০ তিনি সভাকে জানান যে, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর অনুলিপি আজকের সভায়ও সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন কিংবা সংযোজন/বিয়োজনের কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ২: গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করা। (অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	অর্থ বিভাগ ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জানিয়েছে যে প্রস্তাবিত তহবিল গঠন ও কার্যকর করার জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : ক) তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, খ) তহবিলের ব্যাংক হিসাব খোলা সম্পর্কিত বিষয়াদি, গ) তহবিলের অর্থ বিতরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে ।
২. National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি দ্রুত বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ঢাকাস্থ তেজগাঁও এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের CSD এর ১ একর জমি NEOC এর জন্য চিহ্নিত করেছে।
৩. NEOC এর Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note সভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক NEOC-এর Concept Note ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে। (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক NEOC এর Concept Note চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪. উদ্ধার কার্যে সরঞ্জাম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, এএফডি ও বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বিজিবির প্রশিক্ষণ মডিউলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ব্যবস্থাপনায় Urban Search and Rescue বিষয়ে বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে জানিয়েছে যে • উদ্ধার কার্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ফরমেশন/ঘাঁটির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৫. বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নভেম্বরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রয়োজনীয় অর্থ নভেম্বরের মধ্যে প্রেরণ এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
৬. নদী বা খালের গতিপথকে কোনভাবেই বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী নদী/খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে : • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫৪৬ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন করেছে; • ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০০১ কিঃ মিঃ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫২ কিঃ মিঃ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন সমাপ্ত হয়েছে; • ৬৪টি জেলায় ৫৩০৮টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের নাব্যতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পুনঃখননের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০,০০০ কিঃ মিঃ। স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে: • এলজিইডির চলমান ৩টি প্রকল্পে ৩০১ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; • রংপুর সিটি কর্পোরেশনের শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃখনন ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে; • কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে; • গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে; • ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ২৬টি খালের মধ্যে ১৭টি খালের ৩০ কিঃ মিঃ পুনঃখনন করা হয়েছে। ফলে খালের গভীরতা বেড়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি খাল পুনঃখননসহ পরিষ্কারকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; • হাজারীবাগ, মান্ডা, বাইশটেকি, বেগুনবাড়ি, কুর্মিটোলার খালগুলোর যে সকল অংশ বেসরকারি জায়গায় বিদ্যমান সে সকল অংশে জমি অধিগ্রহণ ও খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; • ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা রোধে বক্স কালভার্ট/পাইপড্রেন ক্লিনিং এর কাজ শুরু হয়েছে যা বর্ষার আগেই সমাপ্ত হবে। খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; • সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ছড়া/খালে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে উভয় পার্শ্বে আরসিসি রিটেনশন ওয়াল নির্মাণ, খাল খনন ও পুনঃখননের কার্যক্রম চলছে। অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে অর্থ বিভাগ তা দ্রুততার সাথে বিবেচনা করবে।
৭. হাওর এলাকায় ৯০-১০০ দিনে আহরণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (কৃষি মন্ত্রণালয়)	কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে : • কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তুলনামূলকভাবে কম সময়ে আহরণযোগ্য ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-৫৫, ব্রি ধান-৮১ এমন স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বোরো ধানের জাত আবাদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে; • দ্রুততম সময়ে ফসল আহরণকল্পে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৭০% ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১২৫-১৩০ দিনে আহরণযোগ্য কিছু অগ্রবর্তী ধানের জাত (লাইন/মিউট্যান্ট) শনাক্ত করেছে যার ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.২-৫.৫ মে: টন; • ১৩০-১৩২ দিনে আহরণযোগ্য বিনাধান-১৯ এর ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫.০ মে: টন; • ভবিষ্যতে এ জাতগুলো থেকে বোরো মৌসুমের উপযোগী উন্নত জাত অবমুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. প্রচলিত ইটের পরিবর্তে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত কনক্রিট ব্লকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা যথা গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, চট্টগ্রাম/খুলনা/ রাজশাহী/কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়েছে যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে ইটের বিকল্প হিসেবে কনক্রিট ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার বিধান রয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	কনক্রিট ব্লক প্রস্তুত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
৯. দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা আরও কার্যকরভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে: • আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ২৯ জুলাই ২০১৮ থেকে আবহাওয়া আইন কার্যকর করা হয়েছে; • World Meteorological Organization এর সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাসের সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; • আবহাওয়ার তথ্য দ্রুত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, Interactive Voice Recorder (IVR) [টোল-ফ্রি ১০৯০] এর মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করছে; • Weather App, বিএমডি এ্যাকুয়াকালচার অ্যাপ ও Current Weather App ইত্যাদি মোবাইল Apps এর মাধ্যমে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে; • ভূমিধসের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের জন্য Space and Remote Sensing Organization (SPARSO) দূর অনুধাবন (Remote Sensing) প্রযুক্তিভিত্তিক একটি গবেষণা কাজ আরম্ভ করেছে। গবেষণা কাজটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শেষ হবে; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে: বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বন্যার তথ্য প্রদানের জন্য চালু রাখে। এ কেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত নাগরিক সেবা ও তথ্য প্রেরণ করা হয় : • নদ-নদীর ও বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন (দিনে ২বার); • ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট ও ১০ দিনের সম্ভাব্য আগাম বন্যার পূর্বাভাস; • বৃষ্টিপাত ও প্লাবন মানচিত্র; • ৪টি স্থানে স্থাপনাভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান; • কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে আকস্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক ৩ দিনের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে : • National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) থেকে দৈনিক দু'বার আবহাওয়ার অবস্থান, প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	• দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাসের সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে; • আগাম সতর্কবার্তা জনগণের মধ্যে দ্রুত ও ব্যাপক প্রচারের জন্য সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক/ইউনিটসমূহকে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ, মেগাফোন ও সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে।
১০. সভায় মুজিব কিল্লা নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। মুজিব কিল্লার ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ডিজাইন অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• "মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" প্রকল্পটি ৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়; • প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৮টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। যার ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলকার মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস পাবে; • প্রকল্পটির ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শেষ হবে।
১১. মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে: মুজিব কিল্লার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যবসায়িক সংগঠনের মাধ্যমে মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজের বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অবহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে: মুজিব কিল্লার ভবন, মাঠ, অন্যান্য স্থাপনাগুলো স্বাভাবিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ যেমন: কমিউনিটি সেন্টার, বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন মেলা, রাজনৈতিক সভা বা অন্যান্য কর্মসূচি, ধর্মীয় জমায়েত যেমন: জানাজা, ঈদের জামাত, বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেমন: সাপ্তাহিক/দৈনিক হাট বা বাজার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ স্থাপনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও মুজিব কিল্লা নির্মাণ করে সামাজিক বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
১২. (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:	সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বর্ণিত মাননীয় মন্ত্রী/কর্মকর্তাবৃন্দকে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; (২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; (৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; এবং (৪) চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্স এন্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন (স্পারসো)। ১২ (খ) 'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে 'সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। ১২ (গ) 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়', 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	
১৩. উদ্ধার সরঞ্জাম বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আরও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও জেলা প্রশাসনকে ২২০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া চীন সরকার থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জামাদি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সরবরাহ করা হয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, সিপিপি, জেলা প্রশাসন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্কাউটস ইত্যাদি সংস্থার জন্য বিশেষায়িত উদ্ধার সরঞ্জাম ও যানবাহন সংগ্রহের নিমিত্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগোত্তর উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩য় পর্যায়)" প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।
১৪. (ক) দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত বাজেটে অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। ১৪. (খ) শিশুদের উপযোগী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। (অর্থ বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'গো-খাদ্য' এবং 'শিশু খাদ্য' শীর্ষক দু'টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে উক্ত দু'টি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৫. জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনে রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে কাটা জায়গায় ব্রিজ বা কালভার্ট স্থাপন করতে হবে। (স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে যে • এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পে রাস্তার কাজ বাস্তবায়নের সময় Catchment Area ও পানি প্রবাহ বিবেচনা করাসহ জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণ/পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রিজ/কালভার্ট/ ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হচ্ছে; • বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কাটা জায়গায় ব্রিজ বা কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে; • গাজীপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি নিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; • বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছে যে • সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় Hydrological ও Morphological সমীক্ষাসহ Environment Impact Assessment (EIA) করে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে; • মহাসড়ক বন্যায় নিমজ্জিত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। কোন স্থানে পর্যাপ্ত Drainage Structure এর অভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে সেখানে নতুন করে Culvert/Drainage Structure নির্মাণ করা হয়ে থাকে; • জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন অংশে তাৎক্ষণিকভাবে কাঁচা ড্রেন কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; • দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মজুদকৃত Portable Steel Bridge (PSB) দ্বারা তাৎক্ষণিক সেতু সংযোগ স্থাপন করা হয়ে থাকে; • মহাসড়কে অবস্থিত বাজার অংশে প্রয়োজনে মহাসড়ক উঁচু করে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং Drainage ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে : • জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ইতোমধ্যে ১৮,২৫৪টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে;

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	• "গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১৩,০০০টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে; • যে সব গ্রামীণ এলাকায় জলাবদ্ধতা রয়েছে সে সব এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশন ও ব্রীজ/কালভার্ট তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১৬. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ১৩ (১) অনুযায়ী দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও এর অধীনে "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করতে হবে। এটি সিপিপি'র আদলে সম্প্রসারিত ও সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন বলে গণ্য হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন" এর বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়ার ওপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩০ জন কর্মকর্তাকে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১৬ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাড়াদান গ্রুপ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোট ১০,৩৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯০ জন জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন; • ভূমিকম্পে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ Asian Institute of Technology (AIT) এর ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে Disaster Risk Reduction and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এবং এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ০৭-১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তাছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ জুলাই ২০১৮ এ জাপানে NEOC পরিদর্শন করেন।

গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সদস্যগণ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। সভায় National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠায় জমি বরাদ্দ, Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত জমি বরাদ্দ প্রদান এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তেজগাঁও শিল্প এলাকার বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ভূমির সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় এ এলাকা থেকে সিএসডি ভবিষ্যতে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে দ্রুত যোগাযোগ বিবেচনায় সিএসডি এর বর্ণিত জমিতে NEOC প্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত হবে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. NEOC প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ তেজগাঁও সিএসডির জমি হতে কমপক্ষে ১ একর জমি দ্রুত বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খাদ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২. বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, যানজট বিবেচনাপূর্বক সার্বিক নগর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত সিএসডি অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরীর বাহিরে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত ঢাকার পূর্বাচলে ৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও প্রয়োজনীয় বাজেট এর ব্যবস্থা ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এর খসড়া বিধিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সদস্য হিসেবে সচিব, অর্থ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।	অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণে নদী বা খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এজন্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একত্রে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জেলা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা কমিউনিটি পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সেনা প্রধান জানান যে ঢাকা নগরীসহ অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবণ নগরীতে রান্না ঘরসহ অন্যান্য

ভবনে গ্যাস লাইনের সংযোগ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা থেকে ভূমিকম্পের সময় অগ্নিকান্ড ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা অটো-শাটডাউন সিস্টেমে নিয়ে আসতে হবে।

অগ্নি নির্বাপণে সুউচ্চ ভবনের ডিজাইনে অথবা নির্মিত ভবনে ল্যান্ডিং স্টেশনের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার ও অগ্নি নির্বাপণ কাজ সহজে করতে পারবে। অগ্নিকান্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকান্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সভায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সক্ষমতা উন্নয়নে স্বতন্ত্র ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় আরো জানানো হয় ভূমিকম্পে কার কি করণীয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের সচেতনতামূলক প্রচার উপকরণ তৈরি ও এগুলো যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫. বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সক্ষমতা উন্নয়নে ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬. অগ্নিকান্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকান্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-৩: সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার চকবাজারস্থ চুড়িহাট্টা, বনানীর এফ.আর. টাওয়ার, গুলশান-১ এর কাঁচাবাজার ও সুপার মার্কেট, খিলগাঁও ডিএসসিসি কাঁচাবাজার, সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাধীন সুলতানপুর/ মুন্সিথাটায় সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ক্ষয়ক্ষতি ও গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭. অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনে Emergency Exit রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮. ফায়ার সার্ভিসের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদারকরণে মাস্টার প্লান হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৪: সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ

সভায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে SOD হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও/আইএনজিও প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মতামতের জন্য খসড়া প্রেরণ এবং সুপারিশ ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিতে খসড়া SOD পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে হালনাগাদকৃত SOD ২০১৯ এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনান্তে কাউন্সিল জানায় যে সংশোধিত সংস্করণটি সময়োপযোগী হয়েছে। সভায় পটভূমি ও নীতিকাঠামোকে দু'টি পৃথক অধ্যায়ে দেখানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে SOD এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্ব স্ব বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ করে পুস্তিকা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ এর সংশোধিত খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-৫: বিবিধ

বিবিধ ৫ (ক): জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি উভয়কে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা প্রয়োজন। গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়কেও কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয় হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২) মাননীয় মন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৩) সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

বিবিধ ৫ (খ): দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদানে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ১৩-১৭ মে ২০১৯ অনুষ্ঠেয় GPDRR এর সেশনে অংশগ্রহণ, শিল্প/বাণিজ্যিক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয়, অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম ও দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, রাসায়নিক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আপদকালীন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১. সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এর Target -E অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক Country Position paper প্রণয়ন ও GPDRR 2019 এ উপস্থাপন করা হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
১২. প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব দুর্যোগ সাড়াদান টিম গঠন, প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহে রাখা এবং আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বানিজ্য মন্ত্রণালয়/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে, এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস সংক্রান্ত বাজেট কোড সৃষ্টি করে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৪. সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ ও এর বাস্তবায়ন।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উদ্ধার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৬. বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টিসহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার্থে কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৭. আবাসিক এলাকা হতে রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, গুদাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বানিজ্য মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;	স্থানীয় সরকার বিভাগ

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৯. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রতিটি হাসপাতালের জন্য প্রস্তুতিমূলক ও আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডা: মো: এনামুর রহমান এমপি-কে সমাপনী বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে এবং সার্বিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিলের সম্মানীত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগঝুঁকি অবহিতকরণ উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/০৫/১৯

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

শেখ হাসিনা
১৪/৫/১৯

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	শ.ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		০১৭১১৪৭৮৩৮৬ smrezaulreza@gmail.com	
২	ডা: মো: এনামুর রহমান প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		০১৭১১৫৬৭৯২৩ mp.office.savar@gmail.com	
৩	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম পি প্রতিমন্ত্রী নৌ পরিবহন		০১৭১১৬৩১৫৭৭	
৪	জাহিদ ফারুক এম পি প্রতিমন্ত্রী পানি সম্পদ		০১৭১৩০০৩৪৫৫৪	

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	মোহাম্মদ শফিউল আলম মন্ত্রিপরিষদ সচিব	ম.প.বি	০১৭১১৫২৫৫৫৮ shafiul1098@gmail.com	[illegible]
২	মো: শহীদ উল্লা খন্দকার সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	01715[illegible]882 secy16mohpw@gmail.com	[illegible] ১৮/০৪/১৯
৩	মো: মাহবুব হোসেন সচিব [illegible]		01712251837	[illegible] ১৮/০৪/১৯
৪	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সিনিয়র সচিব	সেতু বিভাগ	০১৭৫৫৫৮২০৮৬	[illegible]

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫ ৯	এম, এম, গোলাম আজম সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,	০১৭১৩০৪৪৫২৮৮	[illegible]
৬ ১০	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১৭৬০৯১১২৫৮৬	[illegible]
৭ ১১	মো: মোজাম্মেল হোসেন সচিব	রেলপথ মন্ত্রণালয়	01755500740	[illegible]
৮ ৯	মো: আসাদুল ইসলাম সচিব	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	01817109119	[illegible]
৯ ১১	এ এস এম জাহাঙ্গীর খান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অতিরিক্ত মহাপরিচালক	বিজিবি	01769600300	[illegible]
১০ ১১	কর্নেল মো: জাহাঙ্গীর আলম অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)	র‍্যাব	০১৭৭৭৭২০০০৭	[illegible]

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	[illegible]	[illegible]	01552-319236	[signature]
১২ ১৩				
১৩ ১৪				
১৪ ১৫				
১৫ ১৬				
১৬ ১৭				

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫ ১৮	মোঃ রইছউদ্দিন আলম আকন্দ [illegible] উপসচিব	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	Secretary@mofl.gov.bd 01712278109	[illegible]
৬ ১৯	আবু তাহের [illegible] সচিব	[illegible] মন্ত্রণালয়	017-8393217	[illegible]
৭ ২০	এডমিরাল [illegible] চৌধুরী নৌবাহিনী প্রধান	নৌবাহিনী সদর		[illegible]
৮ ২১	লে: জেনা: মো: [illegible] এনডিসি [illegible]	সেনাসদর		১৪/৪
৯ ২২	[illegible]	[illegible] ও পরিবেশ [illegible] মন্ত্রণালয়		[illegible]
১০ ২৩	মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন মন্ত্রী	রেলপথ মন্ত্রণালয়		[illegible]

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১ ২৪	[illegible]	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	০১৭৬৯৯২৮০০০	[signature]
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১ ২৫	মো: নাসিরুজ্জামান সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01556515509 nasir...@gmail.com	[স্বাক্ষর]
২ ২৬	মো: মাকসুদুর রহমান পাটওয়ারী সিনিয়র সচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়	01713091566 secretary@minland.gov.bd	[স্বাক্ষর]
৩ ২৭	মো: আকরাম-আল-হোসেন (সিনিয়র) সচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	01711-080... akramalhossain@yahoo.com	[স্বাক্ষর] ১৮/০৪/১৯
৪ ২৮	মো: মোখলেসুর রহমান অতি. আই.জি.পি (প্রশাসন)	পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স	01713373001	[স্বাক্ষর] ১৮/৪/১৯

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫ ২৯	তাহমিনা বেগম অতি: সচিব	অর্থ বিভাগ	tahmina01@finance.gov.bd	[signature] ২৮/০৪/২০
৬ ৩০	মো: মশিউর রহমান অতি: সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব...)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০১৭১১০৮৮৭৪৫ mohd.moshiur@gmail.com	[signature] ২৮.০৪.২২
৭ ৩১	মো: আব্দুল হান্নান - অতিরিক্ত সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১৭১৩০০০৯৪৬ [illegible]@gmail.com	[signature]
৮ ৩২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নুরুল আনোয়ার, পিএসসি, [illegible]	মহাপরিচালক অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	০১৭৬৯০১৪৬৬০ nurul3777@yahoo.com	[signature]
৯ ৩৩	কবির বিন আনোয়ার সচিব	সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		[signature]
১০ ৩৪				

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১ ০২	MD SAZZAD HUSSAIN Brig Gen	Fire Service & Civil Defence	01730002321 ds@fireservice.gov.bd.	[signature]
২ ০৬	MD. SHAHIDUZZAMAN Secy in charge Security Services Division MOHA	MOHA	01730588248 mdzaman4738@gmail.com	[signature]
৩ ০৭	G.M. Saleh Uddin Secretary	Medical Edu. and Family Welfare Divn. Health and Family Welfare Ministry.	01717045910 gmsaleh7@yahoo.com	[signature]
৪ ০৮				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
এসডিজি, এপিএ, এনআইএস ও ইনোভেশন সেল

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৫.৯৯.০১৭.১৯-৮০

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩, তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)- এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫ নং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফ্‌ট কপি) আগামী ০৩/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে (tmedsdgcell@gmail.com) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৭ পৃষ্ঠা। শূন্য।

০১/০৬/২০২০

(মোঃ নুরুল ইসলাম শেখ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০১২৯
Email: tmedsdgcell@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গাইড হাউস, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২ নং অরফানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা।
০৫। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
০৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):
০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুব্যক-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সচিবের দপ্তর
ডায়েরি নম্বর: ২৫৪৮ তারিখ: ২৫/৩/২০
জরুরি

স্মারক নম্বর-৫১.০০.০০০০.৩২২.৩৮.০০৫.১৮-৮৩

তারিখঃ ০৯ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)'-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত কাউন্সিলের গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জানা আবশ্যক।

২. এমতাবস্থায়, NDMC-এর সভায় গৃহীত ৭, ১৩ ও ১৫নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড ও সফ্ট কপি বিশেষ বাহক মারফত এবং ই-মেইলে (korban.ali@modmr.gov.bd) আগামী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ কার্যবিবরণী ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

২৩/০৩/২০২০
(মোঃ কোরবান আলী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন, ৯ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির অনুরোধসহ)।
৩। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির অনুরোধসহ)

'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : **শেখ হাসিনা**
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
স্থান : চামেলী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯
সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে আহ্বান জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' সভার আলোচ্যসূচি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ, সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তুতিমূলক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সূচনা বক্তব্যে বলেন যে দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এখন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন করেন। মুজিব কিল্লা নির্মাণসহ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ি, এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। আবার সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের নানামুখী দ্বন্দ্বের কারণে এবং প্রযুক্তিগত বিভ্রাট ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও আমাদেরকে নতুন নতুন দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রযুক্তি আমাদের আরাম দেয় কিন্তু ঝুঁকি বাড়ায়। সাম্প্রতিক অগ্নি দুর্ঘটনাগুলোতে দেখা যায় যে যারা ভবন ব্যবহার করছেন তারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এফআর টাওয়ারে দেখা যায় অনুমোদিত পরিকল্পনায় চুলার সংস্থান/ অনুমোদন ছিল না, কিন্তু চুলা বসানো হয়েছে। আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আবার দেখা যায় যে জরুরি নির্গমন পথগুলো মালামাল রাখার কারণে হয় বন্ধ ছিল অথবা ভবন ব্যবহারকারীগণ এর অবস্থান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। ফলে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। একই সাথে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আগুন লাগলে কী করতে হবে তার নিজস্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। আমরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছি, দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরও ক্রয় করা হবে। স্কুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামালকে অনুরোধ জানান। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: বিগত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

১.০ তিনি সভাকে জানান যে, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর অনুলিপি আজকের সভায়ও সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন কিংবা সংযোজন/বিয়োজনের কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ২: গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করা। (অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	অর্থ বিভাগ ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জানিয়েছে যে প্রস্তাবিত তহবিল গঠন ও কার্যকর করার জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে যাতে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : ক) তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, খ) তহবিলের ব্যাংক হিসাব খোলা সম্পর্কিত বিষয়াদি, গ) তহবিলের অর্থ বিতরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
২. National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি দ্রুত বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ঢাকাস্থ তেজগাঁও এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের CSD এর ১ একর জমি NEOC এর জন্য চিহ্নিত করেছে।
৩. NEOC এর Organizational Structure and Operational Procedure সংক্রান্ত খসড়া concept note সভায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক NEOC-এর Concept Note ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করতে হবে। (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক NEOC এর Concept Note চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪. উদ্ধার কার্যে সরঞ্জাম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, এএফডি ও বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বিজিবির প্রশিক্ষণ মডিউলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	ব্যবস্থাপনায় Urban Search and Rescue বিষয়ে বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে জানিয়েছে যে • উদ্ধার কার্যে বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ফরমেশন/ঘাঁটির সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৫. বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নভেম্বরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ নিশ্চিতপূর্বক ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে। (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রয়োজনীয় অর্থ নভেম্বরের মধ্যে প্রেরণ এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
৬. নদী বা খালের গতিপথকে কোনভাবেই বাঁধাগ্রস্ত করা যাবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী নদী/খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/অর্থ বিভাগ)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে : • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫৪৬ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন করেছে; • ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১১০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০০১ কিঃ মিঃ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫২ কিঃ মিঃ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন সমাপ্ত হয়েছে; • ৬৪টি জেলায় ৫৩০৮টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের নাব্যতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পুনঃখননের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১০,০০০ কিঃ মিঃ। স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে: • এলজিইডির চলমান ৩টি প্রকল্পে ৩০১ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; • রংপুর সিটি কর্পোরেশনের শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃখনন ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে; • কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে; • গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭টি খাল পুনঃখনন করা হচ্ছে; • ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ২৬টি খালের মধ্যে ১৭টি খালের ৩০ কিঃ মিঃ পুনঃখনন করা হয়েছে। ফলে খালের গভীরতা বেড়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি খাল পুনঃখননসহ পরিষ্কারকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; • হাজারীবাগ, মান্ডা, বাইশটেকি, বেগুনবাড়ি, কুর্মিটোলার খালগুলোর যে সকল অংশ বেসরকারি জায়গায় বিদ্যমান সে সকল অংশে জমি অধিগ্রহণ ও খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; • ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা রোধে বক্স কালভার্ট/পাইপড্রেন ক্লিনিং এর কাজ শুরু হয়েছে যা বর্ষার আগেই সমাপ্ত হবে। খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; • সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ছড়া/খালে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে উভয় পার্শ্বে আরসিসি রিটেনশন ওয়াল নির্মাণ, খাল খনন ও পুনঃখননের কার্যক্রম চলছে। অর্থ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেলে অর্থ বিভাগ তা দ্রুততার সাথে বিবেচনা করবে।
৭. হাওর এলাকায় ৯০-১০০ দিনে আহরণযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (কৃষি মন্ত্রণালয়)	কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে : • কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তুলনামূলকভাবে কম সময়ে আহরণযোগ্য ব্রি ধান-২৮, ব্রি ধান-৫৫, ব্রি ধান-৮১ এমন স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বোরো ধানের জাত আবাদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে; • দ্রুততম সময়ে ফসল আহরণকল্পে খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৭০% ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে; • বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১২৫-১৩০ দিনে আহরণযোগ্য কিছু অগ্রবর্তী ধানের জাত (লাইন/মিউট্যান্ট) শনাক্ত করেছে যার ফলন প্রতি হেক্টরে ৫.২-৫.৫ মে: টন; • ১৩০-১৩২ দিনে আহরণযোগ্য বিনাধান-১৯ এর ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫.০ মে: টন; • ভবিষ্যতে এ জাতগুলো থেকে বোরো মৌসুমের উপযোগী উন্নত জাত অবমুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. প্রচলিত ইটের পরিবর্তে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত কনক্রিট ব্লকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা যথা গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, চট্টগ্রাম/খুলনা/ রাজশাহী/কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়েছে যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে ইটের বিকল্প হিসেবে কনক্রিট ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার বিধান রয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	কনক্রিট ব্লক প্রস্তুত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
৯. দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা আরও কার্যকরভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে: • আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ২৯ জুলাই ২০১৮ থেকে আবহাওয়া আইন কার্যকর করা হয়েছে; • World Meteorological Organization এর সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাসের সঠিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; • আবহাওয়ার তথ্য দ্রুত প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, Interactive Voice Recorder (IVR) [টোল-ফ্রি ১০৯০] এর মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করছে; • Weather App, বিএমডি এ্যাকুয়াকালচার অ্যাপ ও Current Weather App ইত্যাদি মোবাইল Apps এর মাধ্যমে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে; • ভূমিধসের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের জন্য Space and Remote Sensing Organization (SPARSO) দূর অনুধাবন (Remote Sensing) প্রযুক্তিভিত্তিক একটি গবেষণা কাজ আরম্ভ করেছে। গবেষণা কাজটি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শেষ হবে; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে: বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বন্যার তথ্য প্রদানের জন্য চালু রাখে। এ কেন্দ্র থেকে নিম্নোক্ত নাগরিক সেবা ও তথ্য প্রেরণ করা হয় : • নদ-নদীর ও বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত বুলেটিন (দিনে ২বার); • ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট ও ১০ দিনের সম্ভাব্য আগাম বন্যার পূর্বাভাস; • বৃষ্টিপাত ও প্লাবন মানচিত্র; • ৪টি স্থানে স্থাপনাভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান; • কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে আকস্মিক বন্যার পরীক্ষামূলক ৩ দিনের আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে : • National Disaster Response Coordination Center (NDRCC) থেকে দৈনিক দু'বার আবহাওয়ার অবস্থান, প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	• দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলায় স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাসের সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে; • আগাম সতর্কবার্তা জনগণের মধ্যে দ্রুত ও ব্যাপক প্রচারের জন্য সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক/ইউনিটসমূহকে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ, মেগাফোন ও সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে।
১০. সভায় মুজিব কিল্লা নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। মুজিব কিল্লার ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ডিজাইন অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• "মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" প্রকল্পটি ৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়; • প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৮টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। যার ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলকার মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস পাবে; • প্রকল্পটির ডিজাইনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শেষ হবে।
১১. মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে: মুজিব কিল্লার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যবসায়িক সংগঠনের মাধ্যমে মুজিব কিল্লার মেরামত ও সংস্কার কাজের বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অবহিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে: মুজিব কিল্লার ভবন, মাঠ, অন্যান্য স্থাপনাগুলো স্বাভাবিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ যেমন: কমিউনিটি সেন্টার, বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন মেলা, রাজনৈতিক সভা বা অন্যান্য কর্মসূচি, ধর্মীয় জমায়েত যেমন: জানাজা, ঈদের জামাত, বাণিজ্যিক কার্যক্রম যেমন: সাপ্তাহিক/দৈনিক হাট বা বাজার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ স্থাপনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও মুজিব কিল্লা নির্মাণ করে সামাজিক বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
১২. (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:	সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বর্ণিত মাননীয় মন্ত্রী/কর্মকর্তাবৃন্দকে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; (২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; (৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; এবং (৪) চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্স এন্ড রিমোট সেন্সিং অরগানাইজেশন (স্পারসো)। ১২ (খ) 'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে 'সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়' এবং 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। ১২ (গ) 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়', 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' ভাগ হয়ে দুটি করে বিভাগ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	
১৩. উদ্ধার সরঞ্জাম বাড়ানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আরও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও জেলা প্রশাসনকে ২২০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জামাদি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া চীন সরকার থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জামাদি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সরবরাহ করা হয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, সিপিপি, জেলা প্রশাসন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্কাউটস ইত্যাদি সংস্থার জন্য বিশেষায়িত উদ্ধার সরঞ্জাম ও যানবাহন সংগ্রহের নিমিত্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগোত্তর উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় (৩য় পর্যায়)" প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে।
১৪. (ক) দুর্যোগের কারণে প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত বাজেটে অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। ১৪. (খ) শিশুদের উপযোগী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা। (অর্থ বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'গো-খাদ্য' এবং 'শিশু খাদ্য' শীর্ষক দু'টি পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে; • ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে উক্ত দু'টি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৫. জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনে রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে কাটা জায়গায় ব্রিজ বা কালভার্ট স্থাপন করতে হবে। (স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে যে • এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পে রাস্তার কাজ বাস্তবায়নের সময় Catchment Area ও পানি প্রবাহ বিবেচনা করাসহ জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণ/পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রিজ/কালভার্ট/ ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হচ্ছে; • বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কাটা জায়গায় ব্রিজ বা কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে; • গাজীপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি নিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; • বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছে যে • সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় Hydrological ও Morphological সমীক্ষাসহ Environment Impact Assessment (EIA) করে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে; • মহাসড়ক বন্যায় নিমজ্জিত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। কোন স্থানে পর্যাপ্ত Drainage Structure এর অভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে সেখানে নতুন করে Culvert/Drainage Structure নির্মাণ করা হয়ে থাকে; • জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন অংশে তাৎক্ষণিকভাবে কাঁচা ড্রেন কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; • দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মজুদকৃত Portable Steel Bridge (PSB) দ্বারা তাৎক্ষণিক সেতু সংযোগ স্থাপন করা হয়ে থাকে; • মহাসড়কে অবস্থিত বাজার অংশে প্রয়োজনে মহাসড়ক উঁচু করে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং Drainage ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে : • জলোচ্ছ্বাস বা বন্যায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ইতোমধ্যে ১৮,২৫৪টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে;

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	• "গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১৩,০০০টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে; • যে সব গ্রামীণ এলাকায় জলাবদ্ধতা রয়েছে সে সব এলাকায় রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশন ও ব্রীজ/কালভার্ট তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১৬. স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ১৩ (১) অনুযায়ী দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও এর অধীনে "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করতে হবে। এটি সিপিপি'র আদলে সম্প্রসারিত ও সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন বলে গণ্য হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে "জাতীয় দুর্যোগ স্বৈচ্ছাসেবক সংগঠন" এর বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়ার ওপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩০ জন কর্মকর্তাকে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১৬ জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/সাড়াদান গ্রুপ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোট ১০,৩৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯০ জন জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন; • ভূমিকম্পে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ Asian Institute of Technology (AIT) এর ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে Disaster Risk Reduction and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য এবং এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ০৭-১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তাছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ জুলাই ২০১৮ এ জাপানে NEOC পরিদর্শন করেন।

গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সদস্যগণ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। সভায় National Emergency Operation Centre (NEOC) প্রতিষ্ঠায় জমি বরাদ্দ, Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত জমি বরাদ্দ প্রদান এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তেজগাঁও শিল্প এলাকার বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ভূমির সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় এ এলাকা থেকে সিএসডি ভবিষ্যতে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে দ্রুত যোগাযোগ বিবেচনায় সিএসডি এর বর্ণিত জমিতে NEOC প্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত হবে বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগের পরামর্শের আলোকে ইতোমধ্যে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল পরিচালনা বিধিমালা" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. NEOC প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকাস্থ তেজগাঁও সিএসডির জমি হতে কমপক্ষে ১ একর জমি দ্রুত বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খাদ্য মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২. বর্তমান নগর বিন্যাস, স্থাপনার ধরন ও ব্যবহার, যানজট বিবেচনাপূর্বক সার্বিক নগর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত সিএসডি অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরীর বাহিরে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. Humanitarian Staging Area স্থাপনের নিমিত্ত ঢাকার পূর্বাচলে ৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও প্রয়োজনীয় বাজেট এর ব্যবস্থা ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এর খসড়া বিধিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সদস্য হিসেবে সচিব, অর্থ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।	অর্থ বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণে নদী বা খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এজন্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একত্রে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জেলা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা কমিউনিটি পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সেনা প্রধান জানান যে ঢাকা নগরীসহ অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবণ নগরীতে রান্না ঘরসহ অন্যান্য

ভবনে গ্যাস লাইনের সংযোগ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা থেকে ভূমিকম্পের সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা অটো-শাটডাউন সিস্টেমে নিয়ে আসতে হবে।

অগ্নি নির্বাপণে সুউচ্চ ভবনের ডিজাইনে অথবা নির্মিত ভবনে ল্যান্ডিং স্টেশনের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এর ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার ও অগ্নি নির্বাপণ কাজ সহজে করতে পারবে। অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সভায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সক্ষমতা উন্নয়নে স্বতন্ত্র ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় আরো জানানো হয় ভূমিকম্পে কার কি করণীয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের সচেতনতামূলক প্রচার উপকরণ তৈরি ও এগুলো যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫. বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবলের সক্ষমতা উন্নয়নে ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬. অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় প্রতিটি ভবনের পাশে জলাধার বা অগ্নিকাণ্ডের সময় যথেষ্ট পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ভবন মালিক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-৩: সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার চকবাজারস্থ চুড়িহাট্টা, বনানীর এফ.আর. টাওয়ার, গুলশান-১ এর কাঁচাবাজার ও সুপার মার্কেট, খিলগাঁও ডিএসসিসি কাঁচাবাজার, সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাধীন সুলতানপুর/ মুন্সিঘাটায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি ও গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭. অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির যথাযথ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনে Emergency Exit রাখাসহ জরুরি সময়ে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, পথ নির্দেশনা অংকন, নিয়মিত মহড়া ইত্যাদির পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে যাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮. ফায়ার সার্ভিসের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদারকরণে মাস্টার প্লান হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-৪: সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ চূড়ান্তকরণ

সভায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে SOD হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও/আইএনজিও প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মতামতের জন্য খসড়া প্রেরণ এবং সুপারিশ ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিতে খসড়া SOD পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে হালনাগাদকৃত SOD ২০১৯ এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির ওপর অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনান্তে কাউন্সিল জানায় যে সংশোধিত সংস্করণটি সময়োপযোগী হয়েছে। সভায় পটভূমি ও নীতিকাঠামোকে দু'টি পৃথক অধ্যায়ে দেখানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে SOD এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্ব স্ব বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ করে পুস্তিকা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯ এর সংশোধিত খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-৫: বিবিধ

বিবিধ ৫ (ক): জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সদস্য অন্তর্ভুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি উভয়কে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা প্রয়োজন। গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়কেও কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে সভায় আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ধারা ৪(৫) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মন্ত্রণালয় হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২) মাননীয় মন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৩) সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

বিবিধ ৫ (খ): দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদানে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ১৩-১৭ মে ২০১৯ অনুষ্ঠেয় GPDRR এর সেশনে অংশগ্রহণ, শিল্প/বাণিজ্যিক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করণীয়, অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম ও দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, রাসায়নিক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আপদকালীন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১. সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এর Target -E অনুসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক Country Position paper প্রণয়ন ও GPDRR 2019 এ উপস্থাপন করা হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
১২. প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব দুর্যোগ সাড়াদান টিম গঠন, প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহে রাখা এবং আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বানিজ্য মন্ত্রণালয়/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস ও সাড়াদানে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে, এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস সংক্রান্ত বাজেট কোড সৃষ্টি করে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৪. সকল অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ ও এর বাস্তবায়ন।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে সুবিধাজনক সময়ে (গ্রীষ্ম, শীতকালীন ছুটি) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে সচেতনতামূলক ও উদ্ধার কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৬. বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টিসহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার্থে কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৭. আবাসিক এলাকা হতে রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, গুদাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বানিজ্য মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;	স্থানীয় সরকার বিভাগ

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৯. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদান কার্যক্রমের নিমিত্ত প্রতিটি হাসপাতালের জন্য প্রস্তুতিমূলক ও আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডা: মো: এনামুর রহমান এমপি-কে সমাপনী বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে এবং সার্বিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কাউন্সিলের সম্মানীত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগঝুঁকি অবহিতকরণ উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/০৫/১৮

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

১৪/৫/১৮

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	শ. ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		০১৭১১৪৭৮৬৮৬ smrezaulreza@gmail.com	[signature]
২	ডা: মো: এনামুর রহমান প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		০১৭১১৫৬৭৯২৩ mp.office.savar@gmail.com	[signature]
৩	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম পি প্রতিমন্ত্রী নৌ পরিবহন		০১৭১১৬৬১৪৭৭	[signature]
৪	জাহিদ ফারুক এম পি প্রতিমন্ত্রী পানি সম্পদ		০১৭১৩০৩৪৫৬৪	[signature]

<u>সভার উপস্থিতি তালিকা</u>

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	মোহাম্মদ শফিউল আলম মন্ত্রিপরিষদ সচিব	ম.প.বি	০১৭১১৫২৫৫৮৮ shafiul1098@gmail.com	[signature]
২.	মো: [illegible] সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	01715[illegible] secy16.modmr@gmail.com	[signature] ১৮/০৪/১৯
৩	মো: আবদুল মান্নান সচিব [illegible]		01712251837	[signature]
৪	মনজুর আলম [illegible] সিনিয়র সচিব	সেতু বিভাগ	০১৭৫৫৫৬২০৪৬	[signature]

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫	এম.এম. গোলাম আজম সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,	০১৭১৩০০৪৪২৮৮	[illegible]
৬	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১৭৬০৯২২৫৮৬	[illegible]
৭	মো: মোজাম্মেল হোসেন সচিব	রেলপথ মন্ত্রণালয়	01755500480	[illegible]
৮	মো: আসাদুল ইসলাম সচিব	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	01817109117	[illegible]
৯	এ এস এম মাহাবুবুল আলম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অতিরিক্ত মহাপরিচালক	বিজিবি	01769600300	[illegible]
১০	কর্নেল মো: মাহমুদুল আলম অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)	র‍্যাব	০১৭৭৭৭২০০০৭	[illegible]

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	[illegible]	[illegible]	01552-319234	[illegible]
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫ ১৮	মোঃ রইছউদ্দিন আলম [illegible] সচিব	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	Secretary@mofl.gov.bd 01712278109	
৬ ১৯	আবু তাহের মোহাম্মদ ভূঁইয়া [illegible]	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	01[illegible]-83932171	
৭ ২০	এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী নৌবাহিনী প্রধান	নৌবাহ. দপ্তর		
৮ ২১	লে: জেনা: মো: আমজুল হক ওএসপি, পিএসসি [illegible]	সেনাসদর		18/4
৯ ২২	[illegible]	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
১০ ২৩	মোঃ নজরুল ইসলাম [illegible] সচিব	রেলপথ মন্ত্রণালয়		

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১ ২৪	[illegible]	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	০১৭৬৯৯৯২৮০০০	[illegible]
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১ 25	মো: নাসিরুজ্জামান সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01556515509 nasir...@gmail.com	[signature]
২ 26	মো: মাকসুদুর রহমান পাটওয়ারী সিনিয়র সচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়	01713091566 secretary@minland.gov.bd	[signature]
৩ 27	মো: আকরাম-আল-হোসেন (সিনিয়র) সচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	0191?-280017 akramalhossain@yahoo.com	[signature] 18/04/19
৪ 28	মো: মোখলেসুর রহমান অতি. আই.জি.পি (প্রশাসন)	পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স	01713373001	[signature] 18/4/19

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
৫ ২৯	তাহমিনা বেগম অতিঃ সচিব	অর্থ বিভাগ	tahmina71@finance.gov.bd	২৮/০৪/২০
৬ ৩০	মোঃ মশিউর রহমান অতিঃ সচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১৭১১০৮৪৭৮৪ mohd.moshiur@gmail.com	28.04.22
৭ ৩১	মোঃ মামুন মিয়া - অতিরিক্ত সচিব	আইসিটি ও পরিকল্পনা বিভাগ, ...	০১৭১৫০০০৯৪৬ mamuniahbs@gmail.com	
৮ ৩২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুল আনোয়ার, পিএসসি, ...	মহাপরিচালক ... সেবা পরিদপ্তর, ...	০১৭৬৯২০১৬৬০ nurul3777@yahoo.com	
৯ ৩৩	কবির বিন আনোয়ার সচিব	সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
১০ ৩৪				

সভার উপস্থিতি তালিকা

বিষয়: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সভা

স্থান: চামেলী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:

ক্র:	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১ ০২	MD SAZZAD HUSSAIN Brig Gen	Fire Service & Civil Defence	01730002321 cs@fireservice.gov.bd	[signature]
২ ০৬	MD. SHAHIDUZZAMAN Secy in charge Security Services Division MOHA	MOHA	01730588248 mdzaman4738@gmail.com	[signature]
৩ ০৭	G.M. Saleh Uddin Secretary	Medical Edu. and Family Welfare Divn. Health and Family Welfare Ministry.	01717045910 gmsaleh7@yahoo.com	[signature]
৪ ০৮				

৯৮